অনিতা দাস ট্যান্ডন (১৯৬৬)

আর-পার

উঠান পেরিয়ে গেছে রোদ্দুর। ছায়া শুধুই দীর্ঘ
হয়। তাই দেখে ঘুরে আসছে ভয়ার্ত পাখি সব।
সূর্যের হননে ত্রস্ত চাঁদ মেঘের পেছনে। অন্ধকার
বাড়ছেই। বাতাসের শব্দে কেঁপে যায়
হ্যারিকেনের আলো। দূরে কোথাও পাশ পাল্টায়
একটা দীর্ঘশ্বাস। অ-নে-ক দূরে, অ-নে-ক পেছনে।
সেসবই ফেলে এসেছি সীমার ওপারে। এপারে
শুধুই শীত...প্রচণ্ড শীত

নোয়াই পাখি

নোয়াই পাখি, তুমি ফিরে এসো।
নোয়াই পাখি, তুমি ফিরে এসো।
তোমার পালকে লুকানো চিঠিটি
আজও তুমি কাউকে দিতে পারনি।
নোয়াই পাখি, তুমি ফিরে এসো।
বসে আছি তোমার পালকে
লুকানো সেই চিঠির অপেক্ষায়
যা আমিই গুঁজে দিয়েছিলাম
কোনো এক জন্মে

নোয়াই পাখি, তুমি ফিরে এসো
গোধুলি সন্ধ্যা হতে চলল
চোখে আঁধার নামার আগে
তুমি আসবে তো?

বোবা ভাষা

অজস্র নীরবতা দুই হাত মেলে যখন
একটু আওয়াজ ভিক্ষা করে আমার কাছে,
নিজের সাথে অনর্গল কথা-বলে-থাকা
আমি কেঁপে কেঁপে যাই
থমকে পড়ে ভিতরের অনুরণন
চারিদিকে নেমে আসে এক স্তব্ধতা
কী একটা বলার চেষ্টা করি
কিন্তু সেই ভাষা অনেক পুরনো
কেউ বুঝতে পারে না...

কথা বলতে অনভ্যস্ত জিহ্বা থেকে
শুধু গোঙানি বেরোয়
অসহায় আমি হঠাৎই বুঝতে পারি
কত বোবা আমার এই কথোপকথন।